জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে সুপারিশমালা

(Recommendations of adolescents with disabilities on SRHR for National Plan of Action)

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য:

১. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসম্পন, সহলভ্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
২. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে প্রতিন্ধী কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী পদ্ধতিতে সচেতন করা।
৩. ঔষধসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য সহজলভ্য ও উপযোগী পদ্ধতিতে ও নির্দেশনা প্রদান করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করা
৪. সকল ধরণের হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র, কিশোর-কিশোরী সেবা কেন্দ্র, বিভিন্ন ধরণের সেবাকেন্দ্র, মোবাইল সেবাকেন্দ্র সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব হবে যাতে একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী কিশোর-কিশোরীও সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারে।
৫. হাসপাতালে, সেবাকেন্দ্রে বা সেবায় শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষীর ব্যবস্থা করা
৬. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা যেমন: বয়ঃসন্ধিকালে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা।
৭. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য সরকারী হাসপাতালে একটি করে জরুরি বিভাগ/রিসোর্স বিভাগ বা হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা
৮. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে পরিবার, সমাজভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা
৯. চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মাঠকর্মীসহ সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাপ্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা
১০. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে পরিবারের সদস্য, অভিভাবক, পিতা-মাতা ও যত্নকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা
১১. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা
১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম এবং কারিকুলাম বহির্ভূত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা এবং এসকল কার্যক্রমে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
১৩. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা যেখানে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীর জন্য তথ্য, সেবা, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৪. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সেবাসমূহ একীভূত করা
১৫. প্রতিবন্ধিতার কারণে কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ চাহিদা চিহ্নিত করে দ্রুত এবং উপযুক্ত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা
১৬. সেবা প্রদানে বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষী সেবা নিশ্চিত করা। এছাড়াও ভিন্ন ভাষা বাসী জনগোষ্ঠী যেমন- খাসিয়া, সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা, দলিত শ্রেণী, উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষায় দোভাষী সেবা ব্যবস্থা রাখা।
১৭. সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার, কর্মশালা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন
১৮. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর নিয়মিত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা
১৯. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য মাসিককালিন, বয়ঃসন্ধিকালিন, গর্ভকালীন, মাতৃত্বকালীন, শিশু পরিচর্যাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান

যৌন ও প্রজনন অধিকার:

১. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীর বাল্য বিবাহ রোধ করা যাতে করে সঠিক বয়সের আগেই যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি না হয়।
২. প্রতিবন্ধী কিশোরীদের স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে মাসিক বন্ধকরণ তৎপরতা নিষিদ্ধ করা এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ। প্রতিবন্ধী কিশোরীদের প্রজনন তন্ত্র অপসারণ নিষিদ্ধ করা এবং প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
৩. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা থেকে গুরুতর প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের বাদ না দেয়া এবং তাদের সহায়ক সেবা প্রদানে সচেতনতা ও দক্ষতাবৃদ্ধি করা।
৪. গর্ভধারণে বাধ্য করা, মাসিক নিয়মিতকরণ, গর্ভপাত বা জোরপূর্বক অন্য যেকোন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার লঙ্ঘনে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
৫. নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্র, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা তাদের উপযোগী পদ্ধতিতে প্রদান এবং অধিকার মনিটরিংয়ের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন
৬. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতাল, মা ও শিশু হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক, ও সেবাকেন্দ্রসমূহে সেবায় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা।
৭. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসম্পন্ন, সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা।
৮. থানা, হাসপাতাল, আদালতে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষী নিয়োগ বা সেবার প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯. সরকারী নীতিমালা, নীতি নির্ধারক, সরকারী কর্মীদের জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা তৈরী ও সরকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান
১০. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের ক্লাব, SHGs প্রতিষ্ঠা করা
১১. প্রতিবন্ধী কিশোরী ও কিশোরদের সমঅংশগ্রহণের জন্য সংগঠনসমূহকে গুরুত্ব প্রদান করা ও কার্যক্রম গ্রহণ
১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য কার্ডে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের বিষয়টি উল্লেখ থাকা, প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য ও তথ্য কার্ড প্রণয়ন করা এবং তার জন্য উপযোগী পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা সেবা প্রদাণ করা
১৩. তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদেও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা এবং এসকল উপকরণ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের উপযোগীকরণ।
১৪. মূলধারার শিক্ষায়, স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা। প্রয়োজনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের দক্ষ ব্যক্তি/শিক্ষক/প্রশিক্ষক দ্বারা মূলধারায় বিদ্যালয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ
১৫. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীরা যাতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত না থাকে সে দিকে লক্ষ রাখতে বিভিন্ন কমিটি কার্যকর রাখা এবং এর মধ্যে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
১৬. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য বিলোপে এবং চর্চায় এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নীতিমালায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা, মনিটরিং এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
১৭. মূলধারার যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীর অন্তর্ভূক্তি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
১৮. তৃণমূল পর্যায়ে, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, গৃহভিত্তিক উঠান বৈঠক আয়োজন করা, মূলধারার বিভিন্ন সভা সেমিনার, টকশো, অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিয়য়টি গুরুত্বের আলোচনা করা
১৯. প্রতিটি সেবাকেন্দ্রে ও সেবায় প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীর জন্য ১০% কোটা বরাদ্দ রাখা থাকতে হবে

পুষ্টি:

১. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম/কর্মসূচি গ্রহণ।
২. দরিদ্র প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি নিশ্চিতকরনে VGD ও VGF Card এর মতো বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৩. মূলধারার পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরী, প্রান্তিক কিশোর কিশোরীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
৪. খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৫. সরকারী নীতিমালা, নীতি নির্ধারক, সরকারী কর্মীদের জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ
৬. অভিভাবক, পিতা-মাতাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
৭. ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পুষ্টি ও খাদ্য কর্মসূচির বরাদ্দ ও বিতরণের প্রতিবেদন এবং এর মধ্যে প্রতিবন্ধী কিশোর কিশোরীদের বিষয়ে সুনির্ধারিত তথ্য প্রদান।
৮. গর্ভকালিন ভাতা প্রদান কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী নারীর বিষয়টি অন্তর্ভূক্তকরণ
৯. পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য কর্মী, কউিনিটি ক্লিনিক, পারিবারিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের প্রতিনিধি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে মনিটরিং সেল গঠন।

মানসিক স্বাস্থ্য:

১. কিশোর-কিশোরীদের বিদ্যমান মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক কিশোর-কিশোরীদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা।
২. প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় তাদের উপযোগী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম তাদের জন্য প্রবেশগম্য করা।
৩. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৪. নীতি নির্ধারক, সেবাদানকারীদেও, অভিভাবক, পিতা-মাতাদের জন্য প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ
৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, নিউরো-ডেভেলাপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন এবং জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (সিআরপিডি) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
৬. ঔষধ নির্ভর চিকিৎসায় মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য আইন, সনদ ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষিত অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা
৭. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রতি জবরদস্তিমূলক, অমর্যাদাকর এবং নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ করা
৮. হাসপাতাল, থানা, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য কাউন্সিলিং সেবার ব্যবস্থা করা এবং কাউন্সিলিং সেবা প্রদান তাদের উপযোগী করে প্রদান করতে বিশেষ চাহিদা পূরণ করা।
৯. ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা সরাসরি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা বৈষম্যমূলক আচরনের কারনে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতি, হয়রানি, নির্যাতন হলে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, চিকিৎসা, পূনর্বাসন, ক্ষতিপূরণসহ সহায়ক সেবা প্রদান করা।

প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন:

১. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন ও সহিংসতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ, সমীক্ষা, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন ও সহিংসতার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ
৩. সিআরপিডি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ এ ঘোষিত অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।
৪. প্রতিবন্ধী কিশোরী যদি কোনভাবে নির্যাতনের ফলে গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহ সহায়ক সেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে আইনগত সহায়তা প্রদান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. নির্যাতিত প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সেবা প্রদানকারীদের অবহেলা, অসহিষ্ণু আচরণ ও দুর্নীতির জন্য দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে গ্রাম পর্যায়ে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে।
৭. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন বন্ধের জন্য পরিবার ও সমাজে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
৮. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের প্রতি কোন রকম যৌন হয়রানীয় ঘটনায় তাৎক্ষনিক/দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯. প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রাখলে তার পরিবার ও জড়িত লোকদের স্বাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে
১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার কমিটির কার্যক্রমে যেমন - সভা, প্রতিবেদন, পরিবীক্ষণ কার্যক্রম, বিচার ও সহায়তা ইত্যাদিতে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, পুষ্টি, নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।
১১. নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, যেমন-পুলিশ, আইনকর্মী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, বিচারিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।
১২. ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, তথ্যসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উপযোগী পরিবেশ ব্যবস্থা
১৩. প্রতিবন্ধী নারী ও কিশোর-কিশোরীদের নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ
১৪. সেবা প্রদানে মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, মনিটরিংয়ে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের/ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তি এবং সরকারী-বেসরকারি সেবাপ্রদানকারী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার আওতায় আনায়ন
১৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সাথে প্রান্তিক ও প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি করা
১৬. যৌন হয়রানী বিষয়ে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে হবে
১৭. আদালতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের সাক্ষ্য গ্রহণের বিধান রাখা।
১৮. নির্যাতন বা মানবাধিকার লঙ্ঘণ ঘটলে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের জন্য অমর্যাদাকর, অনুপোযুক্ত পদ্ধতি যেমন ডাক্তারি পরীক্ষা, সনদপ্রদান, বিশেষ চাহিদা পূরণ ছাড়া সাক্ষ্যগ্রহণ, শুনানি, এবং ভয়ভীতি উদ্রেকজনক আলাপচারিতা বা প্রক্রিয়ার বাতিল করে তাদের জন্য উপযোগী পদ্ধতি সুবিধা নিশ্চিত করা।
১৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (সিআরপিডি), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর সাথে সাংঘর্ষিক বিদ্যেমান আইন, নীতিমালা, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশোধন করা এবং প্রয়োজনে প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরী বান্ধব নতুন আইন, নীতিমালা, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

TURNING POINT

টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন, ১৭/বি মনিপুরীপাড়া, সংসদ অ্যাভিন্যু, তেজগাঁও, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯১৪৫১৫১, ০১৭৮৬১০০৮০০, turningpointbd@gmail.com

www. turningpointbd.org